দৈনিক খবর

022

তারিখ 16 JAN 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংস্কার এবং কলেজ সরকারীকরণের আবেদন

গাইবান্ধা জেলার বৃহত্তম উপজেলা গোবিন্দগঞ্জ। প্রায় ৪ লাখ লোকের বসবাস এই উপজেলায়। গত ভয়াবহ বন্যায় সর্বস্তরের জনগণের তথা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপূরণীয় ক্ষতিসাধিত হয়েছে। জনগণ তথা সরকারী উদ্যোগে এই ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলেও এখন পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তার পূর্বের ঐতিহ্য ফিরে পায়নি। স্বচক্ষে না দেখলে এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের করুণ অবস্থা অনুমান করা সম্ভব নয়। বেশকিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার পূর্বের ঐতিহ্য হারানোর ফলে ছাত্র-ছাত্রীগণ সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এ উপজেলায় ২টি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এবং একটি পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রী কলেজ চালু আছে। ইন্টারমিডিয়েট কলেজ দু'টির আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো নয়। সরকারী সাহায্য-সহযোগিতা পেলে প্রতিষ্ঠান দু'টি শিক্ষার ক্ষেত্রে এক সহযোগী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। অন্যদিকে ১৯৬৫ সালে এই ৪ লাখ লোকের বাসোপযোগী এলাকায় যে ডিগ্রী কলেজটি প্রতিষ্ঠিত তার ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা, শিক্ষকমণ্ডলী এবং অর্থনৈতিক দিকগুলো মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক হলেও এলাকার জনগণের অনেকদিনের দাবী সত্ত্বেও কলেজটিকে সরকারী করা হয়নি। এক মনোরম পরিবেশে এবং পুরাতন রাজবাড়ী বর্ধ কুটিতে এই কলেজটি প্রতিষ্ঠিত। বন্যায় কলেজটির বেশ ক্ষতিসাধিত হলেও এলাকার জনগণের প্রচেষ্টা ও সরকারী উদ্যোগের ফলে তা কিছুটা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময়ে কয়েকজন মন্ত্রী মহোদয় কলেজে গমন করে এর অবস্থা স্বচক্ষে দেখেছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারীকরণের বিষয়ে প্রচেষ্টা চালানোর আশ্বাসও দিয়েছেন। সেই আশ্বাসের প্রেক্ষিতে ৪ লাখ লোক বুকভরা আশা নিয়ে অপেক্ষা করছে কবে কলেজটির সরকারীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

এমতাবস্থায়, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে আকুল আবেদন, এ উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর আশু সংস্কার এবং ৪ লাখ লোকের প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠান গোবিন্দগঞ্জ কলেজটি সরকারীকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হোক।

এম এ মোত্তালিব
মহাসচিব
গোবিন্দগঞ্জ সমিতি
২১, শান্তিনগর
ঢাকা-১৭।